দারিদ্র হ্রাসের নামে

দুর্নীতি জিইয়ে রাখার কৌশল

পিআরএসপির মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি কমানো এবং প্রতিরোধের বিষয়ে পিআরএসপিতে এর কিছুই বলা হয়নি। দুর্নীতি না কমিয়ে কিভাবে দারিদ্র্য কমানো সম্ভব?... লিখেছেন সাকিলা জেসমিন

দারিদ্র্য বিমোচন নয়, দারিদ্র্য হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে প্রণীত হয়েছে খসড়া আইপিআরএসপি। ৫/৭ বছরের মধ্যে নয়, ১৫ বছরের মধ্যে দারিদ্র্য কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে পিআরএসপির প্রণেতারা তথা সরকার ও দাতাগোষ্ঠী ধরে নিয়েছেন যে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য একটা শাশ্বত সত্য। এখানে মানুষ না খেয়ে থাকবে, না খেয়ে মরবে, অপুষ্টিতে ভুগবে, বিনা চিকিৎসায় ধুকবে, মরবে– বস্তিতে, ফুটপাতে পশুর মতো কাটাবে জীবন। এর অবসান যেন সম্ভব নয়! মশা নির্মূলের অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়র হানিফ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বলেছিলেন, মশা নির্মূল করা সম্ভব নয়– সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা। বোধ হয় পিআরএসপি প্রণেতারাও বুঝে গেছে দারিদ্র্য নির্মূলের চেষ্টা অমূলক, কেবল হ্রাসের চেষ্টাই করা যায়। তারপরও যে প্রশ্ন উঠে আসে তা হচ্ছে এই পিআরএসপি দিয়ে কি দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব? হয়তো সম্ভব বলেই এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে, বিশ্বব্যাংকসহ দাতাগোষ্ঠী এর পক্ষে প্রচারণার কথা বলছে আর জনসাধারণকে বোঝান হচ্ছে এটাই আমাদের ভবিষ্যতের সকল কিছুর উৎস ভাণ্ডার।

হ্যামলেট নাটক ও ডেনমার্কের যুবরাজ

ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে কী শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকের কথা কল্পনা করা যায়? যায় না। কারণ, শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত এ নাটকটির নায়ক হ্যামলেট ছিলেন ডেনমার্কেরই যুবরাজ। একইভাবে সচেতন যে কাউকেই যদি প্রশ্ন করা যায় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন না করে কী দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব? উত্তর হবে 'সম্ভব নয়, কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।' কেননা বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশেই নয়, বলা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বস্তুত দারিদ্র্য আর দুর্নীতি পরস্পর সম্পৃক্ত। দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে অর্থনীতির তত্ত্বীয় ব্যাখ্যায় যাই থাকুক না কেন, এ যুগের অভিজ্ঞতা বলে দারিদ্র্য আর দুর্নীতি হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক দু'মুখো সাপ। মুখ দু'টি কিন্তু শরীর এক, জীবন এক। দারিদ্র্য দূর করতে হলে দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে, আর দুর্নীতি জিইয়ে রাখলে দারিদ্র্যও থাকবে।

সম্প্রতি ঢাকায় এফপিসিসিআইতে ব্যবসায়ীদের এক আলোচনা সভায় তারা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, দারিদ্র্য কমানো মানে দুর্নীতি কমাতে হবে। ব্যবসায়ীরা বললেন, আমলারা তাতে কর্ণপাত করবেন বলে মনে হয় না। আর পিআরএসপি প্রণয়নে আমলাদের একটি বড় ভূমিকা আছে। সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুরই পরিচালনার জন্য থাকে নীতি নির্ধারক– তা একক ব্যক্তি বিশেষই হোক কিংবা সংস্থা পর্যায়েরই হোক। আমাদেরও রয়েছে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী বিভিন্ন সংস্থা, নীতি নির্ধারক বিশেষ যাদের বাতলে দেয়া নীতির আলোকে দেশ পরিচালনা করেন রাজনীতিকরা, নির্ধারণ করেন কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য। এসব নীতিনির্ধারকগণ আবার সর্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে নিজেদের ভাবেন, অন্তত জাহির করেন। তারা সব বুঝেন, সব জানেন। জানেন দারিদ্র্যের সংজ্ঞা। দারিদ্র্যের পরিধি, দারিদ্র্যের গভীরতা। এমনকি দারিদ্র্য পরিস্থিতির স্বরূপও তাদের নখদর্পণে–পরিসংখ্যান পরিভাষাসহ। শুধু তারা জানেন না অথবা জেনেও জানাতে চান না দারিদ্র্যের কারণ, দারিদ্র্যের উৎস, দারিদ্র্যের শিকড়। অর্থাৎ তারা সবই বুঝেন শুধু বুঝলেন না

দুর্নীতি জিডিপির ৪.৭%!

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গত ২০০১ সালে দেশের ২৩টি দৈনিকে প্রকাশিত দুর্নীতি বিষয়ক রিপোর্টের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, এ সময়কালে সরকারের ক্ষতির পরিমাণ ১১ হাজার ২৫৬ কোটি টাকা। এ অর্থ ১৯৯৯-২০০০ সালের জিডিপির ৪.৭ শতাংশ। উল্লেখ্য, সরকারি গোপনীয়তার আইনের কঠোর প্রতিবন্ধতা এড়িয়ে দেশে সংঘটিত দুর্নীতির নামমাত্র অংশই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে। টিআইবি রিপোর্টে বলা হয়েছে, এসব দুর্নীতিতে জড়িত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৫৫ শতাংশই কর্মকর্তা শ্রেণীর, যারা নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন। অপরদিকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, গত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) খাতে ব্যয় হয়েছে ৭১ হাজার কোটি টাকা। এ অর্থের ৫০ শতাংশ ব্যয় হয় বছরের প্রথম ৯ মাসে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ ব্যয় হয় শেষ তিন মাসে। যা প্রায় পুরোটাই আত্মসাৎ আর অপচয়ের শিকার হয়। এছাড়া বছরের প্রথম ৯ মাসে ব্যয়িত অর্থেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দুর্নীতির শিকার হয় তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গডফাদারের নাম হচ্ছে 'দুর্নীতি'। মজার বিষয় হলো, বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় হুংকার ছাড়লেও এই পিআরএসপির ক্ষেত্রে এসে তারা যেন মিইয়ে গেছে। দুর্নীতি কমানো গেলে জিডিপি দ্বিগুণ হয়ে যাবে এমন তথ্যও তো বিশ্বব্যাংকেরই দেয়া। দুর্নীতির প্রকারভেদ নিয়েও বিশ্বব্যাংক অনেক গবেষণা করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রবণতা সম্পর্কে একাধিক সমীক্ষায় বিশ্বব্যাংক বলেছে যে, অপচয় দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব বাংলাদেশের উন্নয়নকে বারবার পিছিয়ে দিচ্ছে। তারপরও বিশ্বব্যাংকের চোখে এখন সবচে' গুরুত্বপূর্ণ দলিল পিআরএসপিতে দুর্নীতির বিষয়টি যথাযথভাবে উঠে না আসায় দাতাগোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

পিআরএসপি : পোস্টমর্টেম-এক

পটভূমি শিরোনামে কৌশলপত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় প্যারায় দেখা যায়, কৌশলপত্রটি প্রণয়নের জন্য দারিদ্র্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরিচালিত বারোটি গবেষণা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অবকাঠামো উন্নয়ন, সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণ, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ এবং শাসনের বিষয়সমূহ। এখানে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্য সম্পর্কিত ডজনখানেক বিষয়ের ওপর পরিচালিত গবেষণা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়টির ওপর পরিচালিত কোনো গবেষণার দিকে নজর দেয়া হয়নি। ফলে জড়াজড়ি করে থাকা দারিদ্র্য আর দুর্নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচক কোনো পরিসংখ্যান নেই এ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী দলিলের খসড়ায়।

একইভাবে এর সঙ্গত প্রতিফলন ঘটেছে কৌশলপত্রের কাঠামোতে। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ দলিলে একটি অধ্যায়ও বরাদ্দ নেই দারিদ্র্য ও দুর্নীতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে। ফলে নেই দুর্নীতি নির্মূলের কোনো কর্মসূচি বা নির্দেশনা। মেঠো বক্তৃতার মতো কেবল বলা হয়েছে 'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে হবে', 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।' কিভাবে এই কমিশন গঠিত হবে, কারা এটি পরিচালনা করবে সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। একই কারণে প্রশ্ন উঠছে, দাতাগোষ্ঠী ইতিমধ্যে এই আইপিআরএসপি সম্পর্কে যে ধরনের ইতিবাচক মন্তব্য করেছে, তা কি সত্যি দলিলটি দেখে নাকি না দেখে! নাকি দাতাগোষ্ঠী এই ভেবে খুশি যে তাদের দেয়া নির্দেশনাই হুবহু অনুসরণ হয়েছে। তাহলে তো এটা ধরে নেয়া যায় যে, দুর্নীতি হ্রাস দাতাদের পছন্দ নয়?

দশকের প্রবণতা দশকের প্রতারণা

দলিলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গত দশকের প্রবণতা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা রয়েছে— রয়েছে 'হাই থট' বিশ্লেষণ আর 'শর্ট থট' পরিসংখ্যানমালা। এ দিয়েই সাজানো হয়েছে গত দশকের বড় 'প্রতারণাসমূহ'। অথচ, এ প্রবণতামালায় নেই দশকের সিঁড়ি বেয়ে আন্তর্জাতিক রেকর্ড সৃষ্টিকারী দুর্নীতির বিস্ময়কর উত্থানের কথা। চেপে যাওয়া হয়েছে রাষ্ট্র ও সমাজে একটি বিরাট গোষ্ঠীর অস্বাভাবিক দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে ওঠার কথা, বিদায়ী বছরে বিশ্বের দুর্নীতির রেটিংয়ে বাংলাদেশ এক নম্বর স্থানে উঠে যাওয়া। গত দশকের গোড়ায় বর্তমান

'কৌশলপত্রে দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে কোনো দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি'

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে দুর্নীতি দমনের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের উপদেষ্টা প্রফেসর মোজাফফর আহমদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, আমাদের দেশের বড় দুর্নীতিগুলো হয় অফিসগুলোতে তদবিরের মাধ্যমে। ঠিকাদারি কাজসহ বিভিন্ন ধরনের কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্নীতি হচ্ছে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার চরম অভাব দেখা দিয়েছে দুর্নীতির কারণে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক নির্বাচনে অনিয়ম হচ্ছে। শিক্ষকরা ক্লাসে না পড়িয়ে দুর্নীতি করছে। এসব কিছুরই ভুক্তভোগী হলো সাধারণ মানুষ। দরিদ্র মানুষের জন্য কোনো লবিং নেই। নেই কোনো কর্মসংস্থান। এ দেশে সেই সঙ্গে আছে অর্থের বিপুল মাত্রায় অপচয়। এসব দুর্নীতিই দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসর মোজাফফর আহমদ আরো বলেন, দুর্নীতির কথাটি কৌশলপত্রে প্রচ্ছন্নভাবে এসেছে, সুস্পষ্টভাবে আসেনি। এতে দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে কোনো দিক নির্দেশনাও দেয়া হয়নি। এ দেশে দুর্নীতির কারণে সঠিক প্রকল্প না নিয়ে লবিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্পগুলো নির্ধারিত হচ্ছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কর্মসংস্থান তথা নিম্নবিত্তের আয়ের সংস্থান সহায়ক প্রকল্প নেয়া উচিত, কিন্তু তা হচ্ছে না। কৃষকরা শস্যের যোগ্য মূল্য পাচ্ছে না, অথচ সুবিধা লুটছে সুবিধাভোগী দালালরা। কৌশলপত্রে সুশাসন কথাটি এসেছে কিন্তু দুর্নীতি দমন নিশ্চিত না করা হলে সুশাসন তো সম্ভব নয়। যে কাজগুলো করলে দারিদ্র্য মোচন হবে তার মধ্যে দুর্নীতি দমন অন্যতম। অথচ কৌশলপত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দুর্নীতি দমনকে আনা হয়নি।

‘দুর্নীতি দমন উন্নয়নের পূর্বশর্ত’

ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন

সভাপতি এফবিসিসিআই

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে দুর্নীতি দমনের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত– এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

এর উত্তরে দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন বলেন, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত। উন্নয়নের নামে যেসব প্রজেক্ট সরকার হাতে নিচ্ছে এর ৯০ শতাংশই চলে যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পকেটে আর বাকি ১০ শতাংশও প্রকৃত উন্নয়নে ব্যয় হয় কি না সন্দেহ। এর প্রতিকার হতে পারে কেবলমাত্র জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে দুর্নীতি দমন বিষয়টি যথেষ্ট বা আদৌ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়নি। এ প্রশ্নে আপনার মন্তব্য কি?

ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে দুর্নীতি দমন বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু চিন্তাভাবনা করা উচিত। ঢাকায় বসে আদেশ দিলে কাজ হবে না, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল স্বেচ্ছাচারী এরশাদ সরকারের ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগকে উচ্চে তুলে ধরে– তার বিচারের অঙ্গীকার করে, যার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিফলন ছিল দুর্নীতির দায়ে এরশাদের কারাদণ্ডাদেশ। আবার মধ্য দশকের ক্ষমতা গ্রহণকারী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান যে কামানটি দাগিয়েছিল তার গোলা ছিল দুর্নীতির অভিযোগ।

বর্তমান বিএনপি সরকার বিদায়ী আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধেও যে প্রধান অস্ত্রটি তাক করেছে এবং ছুঁড়ছেও তাও ঐ দুর্নীতির অভিযোগ। ইতিমধ্যেই গত নয় মাসে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কমপক্ষে ১১ জন সাবেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে ৫২টি দুর্নীতির মামলা, যার সঙ্গে জড়িত টাকার পরিমাণ আড়াইশ’ কোটি। রাজনৈতিক দলগুলোর যে দুর্নীতি কমানোতে আসলে কোনো সদিচ্ছা নেই তার প্রমাণও হাতেনাতে মিলে যায়। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিগ-ফ্রিগেট ক্রয় দুর্নীতির অভিযোগ এনে মামলা পর্যন্ত করেছে বর্তমান বিএনপি সরকার। অথচ ক’দিন আগেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন যে, আরো ক’টি মিগ ও ১টি ফ্রিগেট কেনা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ভাঁওতাবাজি দিয়ে দেখানোর জন্য ক্ষমতায় এসেই বিএনপি সরকার আওয়ামী আমলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যা আসলেই কোনো শ্বেতপত্রই নয়।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে অনিশ্চয়তা!

দলিলের চতুর্থ অধ্যায়ে অকপটে তুলে ধরা হয়েছে দলিলের লক্ষ্য কী। লক্ষ্যটা সুনির্দিষ্ট। যার মধ্যে রয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরতদের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা। শিশু মৃত্যুর হার ৬৫ শতাংশ কমিয়ে আনা, শিশু অপুষ্টির হার ৫০ শতাংশ, মাতৃ মৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশে কমিয়ে আনা ইত্যাদি। কিন্তু দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্নীতি নির্মূল বা রোধ করা কোনো স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ঠাঁই পায়নি। এ ধরনের কোনো লক্ষ্য নেই দলিল প্রণেতাদের। বরং মনে করা হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য অর্ধেক কমানোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে ধরে রাখলেই চলবে। তবে পিআরএসপি প্রণেতারা বলেছেন, ‘শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বারা এ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে না। এ ব্যাপারে সরকারকে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।’ তবেই

পিআরএসপি জরিপ

সরকার একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়নের কাজ করছে। দাবি করা হচ্ছে, এটি দেশের মানুষের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করে চূড়ান্ত করা হবে। বাস্তবে অবস্থাটা ভিন্ন। সবকিছুই হচ্ছে মূলত দাতাদের নির্দেশে আর আমলাদের নিয়ন্ত্রণে। এই প্রেক্ষিতে পিআরএসপি সম্পর্কে জনসাধারণের সম্যক ধারণার একটি চালচিত্র তুলে আনতে সাপ্তাহিক ২০০০ এই জরিপের আয়োজন করেছে। আপনার অংশগ্রহণ আমাদেরকে ধারণা দেবে সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র সম্পর্কে জনমত কেমন।

উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। আপনি কী পিআরএসপি সম্পর্কে কিছু জানেন?
☐ হ্যাঁ ☐ না

২। আপনি কি মনে করেন সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে সত্যিই আন্তরিক?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৩। আপনি কি মনে করেন আগের সরকারগুলোর মতো দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৪। আপনি কি মনে করেন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমবে?
☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর পাঠানোর শেষ সময় : ৩০ আগস্ট

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : পিআরএসপি জরিপ, **সাপ্তাহিক ২০০০**, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

'আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' ঠিক কী দলিলে তা উহ্য রেখে ২০১৫ সালে এসে দারিদ্র্যের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হলে তারা বলে উঠতে পারেন 'কেন বলিনি তখন, সরকারকে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা প্রকারান্তরে বিশ্বব্যাংকের চিন্তা ধারা ও কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন। আশির দশকে কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রম (স্যাপ) গ্রহণ করার জন্য বিশ্বব্যাংকই চাপ দিয়েছিল বাংলাদেশকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নব্বইয়ের শেষার্ধে এসে বিশ্বব্যাংকই বলেছে, স্যাপ সফল হতে পারেনি কারণ সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতায়। কিন্তু সরকারের ব্যর্থতাগুলো যে বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনের কারণেই ঘটেছে সেটি তারা স্বীকার করেনি। আসলে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম এতো অস্বচ্ছ ও দায়বদ্ধহীন যে এতে দুর্নীতির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকল্প বাছাই থেকে অর্থায়নের প্রতিটি স্তরে বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অনিয়ম স্পষ্ট। গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে এগুলো লুকিয়ে রাখা হলেও বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতি ক্রমেই ওপেন সিক্রেট হয়ে পড়েছে। কান্ট্রি এসিটেন্স স্ট্র্যাটেজি (ক্যাস) ক্রমে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জন্য গত বছর একটি দলিল প্রণয়ন করেছিল। তাতে দাবি করা হয়েছিল, দেশের বিভিন্নস্থানে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে এই দলিল প্রণয়নে তো কাজে লাগানো হয়েছে। পরবর্তীতে জানা গেছে, বিষয়টি পুরোপুরি সত্যি নয়। তার মানে বিশ্বব্যাংক এখানে একধরনের প্রতারণা ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। আইপিআরএসপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া সেই দুর্নীতির কথাই মনে করিয়ে দেয় না কি?

দলিল প্রণয়নে সততা!

কৌতুকরাজ ভানুকে জিজ্ঞাসা করা হয় ভানু অঙ্ক পারে কি না। ভানু বলল, পারি। তখন ভানুকে বলা হলো যে, একশ' টাকা ধার নিয়ে পঞ্চাশ টাকা ফেরত দিলে আর কতো টাকা পাওনা থাকবে। ভানুর উত্তর ছিল এক টাকাও না। কারণ জানতে চাইলে ভানুর সোজাসাপটা উত্তর 'আমি বাকি টাকা তো দিবই না– সুতরাং আর পাওনা থাকে কী করে!' আলোচ্য দলিলে দারিদ্র্যের বিষয়টির সঙ্গে দুর্নীতির প্রশ্নটাকে কেন সম্পৃক্ত করা হয়নি– কেনই বা দুর্নীতি রোধের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দলিলে অনুপস্থিত, এ জিজ্ঞাসার জবাবে যে উত্তরটি আসবে তা হচ্ছে দারিদ্র্য নির্মূল করলেই তো দুর্নীতি রোধের বিষয়টি গুরুত্ব পেত। তারা তো বলেই দিয়েছেন দারিদ্র্য হ্রাস করতে চান তারা, সে জন্যই এ কৌশলপত্র। সুতরাং দলিল প্রণয়নে অবশ্যই অসততার আশ্রয় নেয়া হয়নি। সমাজে-রাষ্ট্রে দারিদ্র্যও থাকবে, দুর্নীতিও থাকবে– দুজনে দুজনায়। আবার দাতাগোষ্ঠীর জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করে রাখাও একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে। ভবিষ্যতে পিআরএসপি ব্যর্থ হলে দাতারা যেন বলতে পারে 'আমরা দুর্নীতি দমনের কথা বারবার বলেছি, কিন্তু তোমরা তোমাদের কৌশলপত্রে তা ঠিকমতো গুরুত্ব দাওনি। এখন বোঝ অবস্থা।' এরকম হওয়াটা বিস্ময়কর হবে না।

■ পিআরএসপি বিষয়ক ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো **অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ** ও **সাপ্তাহিক ২০০০**-এর একটি যৌথ উদ্যোগ

আগস্ট ৩০, ২০০২ দেবাশীষ দে
১ম জন্মবার্ষিকী

প্রত্যাশার চেয়ে তোমার জীবনে প্রাপ্তি হোক অনেক অনেক বেশি। তোমার দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনায়- তোমার ঠাকুর মা, দাদা, মা, বাবা ও কাকা।